EUROPEAN UNION

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প-২য় পর্যায়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Empowered lives.
Resilient nations.

স্মারক নং-স্থাসবি/এভিসিবি-২/ তারিখঃ ঢাকা, ০৯ এপ্রিল, ২০১৭

প্রেস রিলিজ

গ্রাম আদালত প্রকল্প ১,০৮০ ইউনিয়নে অব্যাহত আছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার অংশীদারিত্বের জন্য ধন্যবাদ

"অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পের সাত বছরের সাফল্য ৭০ লাখের বেশি গ্রামীণ জনগণকে বিচার পেতে সাহায্য করেছে, যা দেশ ও দেশের বাইরের স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ বাড়িয়েছে। একইসঙ্গে তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপির মধ্যকার অংশীদারিত্ব অব্যাহত রেখেছে। ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ প্রকল্পের প্রথম ও ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৪০ মিলিয়ন ইউরোর কাছাকাছি অর্থ সহায়তা দিয়েছে। এর সঙ্গে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের কাছে বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার আরো ৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার সহায়তা করেছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেলিগেশন টু বাংলাদেশ এর হেড অফ কো-অপারেশন জনাব মারিও রনকোনি বলেন, "বাংলাদেশের সামাজিক বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে, বেশিরভাগ লোক বিশেষ করে নারী ও শিশুরা যাতে বিচারের সুযোগ এবং বিবাদের সমাধান পেতে পারে সেজন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অঙ্গীকার বজায় রেখেছে।"

২য় পর্যায়ে এ প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ৮ বিভাগের ২৭টি জেলার ১২৮ টি উপজেলার ১,০৮০ ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচেছ। এটি ২ কোটি ১০ লাখ গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগণকে উন্নত আইনি সহায়তা পেতে

১ম পর্যায়ে এ প্রকল্পের দেশের ৬টি বিভাগের (ঢাকা, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট) ৩৫১টি ইউনিয়নে কাজ করেছিল। এটি ২,৫১১,৬৪৭ স্থানীয় লোকজনকে (১,৯৫৩,০৮৫ নারী ও ৫৫২,৫৬২ পুরুষ) বিচারিক সুবিধা পেতে সাহায্য করেছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আব্দুল মালেক বলেন,"বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে কাজ করছে। গ্রাম আদালত এমন একটি সেবা যা জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে পারে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি বাড়াতে পারে।"

গ্রাম আদালতকে সাহায্য করতে এখন পর্যন্ত ৪,৯১৪ ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ৩,৫২৯ গ্রাম পুলিশ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ প্রকল্পের প্রথম ছয় বছরে ৮৭,২০০ মামলার মধ্যে ৬৯,২০০ টি মামলা সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা হয়েছে, জেলা আদালত হতে বিচারযোগ্য ৬,০০০ মামলা গ্রাম আদালতে

পাঠানো হয়েছে। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব মামলা ২৮ দিসে নিস্পত্তি হয়েছে, সাধারণত যেখানে সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার পেতে ২-৩ বছর লেগে যেতো।

গ্রাম আদালতে বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৯.৩ কোটি টাকা বা ৩.৭৯ ইউএস ডলার আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

"বাংলাদেশ সরকার সবার কাছে সুবিচার পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও এ বিষয়ে কাজ করছে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির মধ্যকার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব" বলে মন্তব্য করেন ইউএনডিপি এর দেশীয় পরিচালক সুদীপ্ত মুখার্জী।

আরো তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:

- দেজান দ্রোবনজাক, কমিউনিকেশনস ম্যানেজমেন্ট অফিসার, ইউএনডিপি

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক সুশাসন ও বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

সাহায্য করবে।

সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগণের কাছে সুবিচার নিশ্চিত করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান ৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার ও বাংলাদেশ সরকার ৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থায়ন করেছে। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান ও ইউএনডিপি ১৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থায়ন করেছিল।